দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 OCT 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

০৯০ 21

ছাত্র সমাজ ও প্রাইভেট কোচিং

অধ্যক্ষ মাওলানা বেগম নূরজাহান আকবর

পত্রিকার পাতায় এখন একচেটিয়া যে বিজ্ঞপ্তিটি চোখে পড়বে তা হলো "কোচিং সেন্টার," "প্রাইভেট কোচিং, "গৃহশিক্ষক," "প্রি-ক্যাডেট," "কিণ্ডারগার্টেন," "শিশু গড়ার আঙিনা" ইত্যাকার বহু নিত্যনতুন শ্লোগান। বাস্তব পরিস্থিতিটা দাঁড়ালো এই যে, শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভরশীল করে তোলা হচ্ছে। রীতিমত গৃহশিক্ষক, প্রাইভেট পড়া, কোচিং সেন্টারে পড়ানো এক ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। মর্যাদা ও প্রতিপত্তি যাদের আছে তাদের ঘরে গৃহশিক্ষক রাখা একটা মর্যাদার পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যত বেশী প্রাইভেট টিউটর রাখা যায় তাতে ইজ্জত-মর্যাদা বাড়ে বলে ব্যাপকভাবে চালু হচ্ছে এ প্রথা।

পূর্বে কম মেধার শিক্ষার্থীরা মেধা বৃদ্ধির জন্য প্রাইভেট পড়তো। অত্যন্ত ভাল রেজাল্টের জন্য পরীক্ষার্থীরা পড়তো প্রাইভেট। পেশা হিসাবে কোন গৃহশিক্ষক রাখা হতো না। শিক্ষকদের বাড়তি আয় হিসাবে প্রাইভেট শিক্ষাকে কখনো দেখা হতো না। ফলে তখনকার শিক্ষা ছিল স্বচ্ছ ও ফলদায়ক। বর্তমানে এ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে চালু হয়ে ব্যবসা ভিত্তিক কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। একদিকে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল হচ্ছে অপরদিকে অভিভাবকরা গৃহশিক্ষক ও প্রাইভেট টিউটর বা কোচিং পড়তে পেরে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে। ছাত্র-অভিভাবকদের এরূপ অবস্থা দেখে এক শ্রেণীর শিক্ষক যাঁরা সমাজের শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য, তাঁদের বেতনের হার বৃদ্ধি পেয়ে বিরাট ব্যবসায় পরিণত হচ্ছে।

এর কারণ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাগুলোতে পড়ালেখার মান কমে গেছে। ক্লাসে পড়াশুনার চাপ নেই বলে উপস্থিতির হার অনেক নীচে নেমে গেছে। ক্লাসে পড়াশুনার চাপ নেই বলে প্রাইভেট পড়া, আড্ডামারা, অসৎ কাজে বের হওয়ার সময় হয়ে গেছে বেশী। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়লে নম্বর বেশী উঠে। পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্র হুবহু পাওয়া যায়। এতে করেও পড়াশুনার চাপ লাগছে না। এ অবস্থা শিক্ষার সকল স্তরেই চালু হচ্ছে। ২য় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাও এখন প্রাইভেট পড়ছে। কোচিং সেন্টারে পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী নিতেও শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে হয়। শিক্ষকরা উপদেশ দিচ্ছেন প্রাইভেট না পড়লে ফল ভাল করা যাবে না।

ছাত্র-ছাত্রীদের বাসায় গিয়ে পড়ালে বেশী সময় নষ্ট হবে বলে ব্যবসার একটা ঠিকানা দিয়ে "অভিজ্ঞ, খ্যাতনাম্নী, বিদেশের ডিগ্রীধারী, ক্যাডেটের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, অধ্যাপক দ্বারা যত্নসহকারে পড়ানো হচ্ছে" বলে কিংবা "কোচিং হোম," "মানুষ গড়ার কারখানা" ইত্যাদি আকর্ষণীয় নাম, বিজ্ঞপ্তি, পোষ্টার, ব্যানার, লিফলেট দিয়ে জমজমাট ব্যবসা কেন্দ্র চালু করা হচ্ছে।

কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতি, প্রি-ক্যাডেট কোচিং ইত্যাকার নাম করে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান এদেশে চালু হয়েছে। কিন্তু প্রাইমারী শিক্ষার পর স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের রেজাল্ট যে অনেক দূরে থাকে, এমন নজীর ভূরি ভূরি পাওয়া যাবে।

পূর্বে যখন এদেশে কোন কিণ্ডার গার্টেন স্কুল ছিল না, তখনকার পড়ালেখার মান ও পর্যায় এবং এখনকার মান-পর্যায়ের মধ্যে দিন আর রাতের ব্যবধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা দেশের কথা ভাবেন, জাতির মঙ্গল চিন্তা করেন, ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ দেন, তাঁদেরকে এ বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। চিন্তা করে শিক্ষানীতিকে, শিশু ও জাতিকে বাঁচানোর পন্থা বের করতে হবে। কিছু কিণ্ডার গার্টেন যে ভাল নেই এমন কথা কেউই বলবে না। তাই বলে নিয়ন্ত্রণহীন এবং ক্ষতিকর পদ্ধতি যদি বিনা বাধায় চলতে থাকে, তবে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে এক করুণ পরিণতি দেখা দিতে বাধ্য। এবং এতে করে আমার, আপনার সবার জন্য যে অমঙ্গল ধ্বনিত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

শিক্ষানীতি সম্পর্কিত আইন ও শিশু শিক্ষার আইন পাস করা হোক। প্রয়োজনে শিক্ষার জন্য কনভেনশন ডেকে মতামত নেয়া হোক।

মাতৃ জাতিকে এব্যাপারে সজাগ হতে হবে। যে সমস্ত মা-বোন শিক্ষিতা আছেন, তাঁদেরকে শিক্ষক হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ, "মাতৃ ক্রোড়ই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যানিকেতন।" সন্তানের শৈশব শিক্ষা নিজেদের দ্বারা হওয়া উচিত। নিজেদের সন্তানকে কখনো পরনির্ভরশীল না করে পড়ালেখার প্রতি আগ্রহবোধ জাগ্রত করে সন্তানের বোঝা সন্তানকেই বইতে দিন। তাতে নিজের ওজন নিজেই বইতে পারবে।